লালের গানের গায়কি

কবর্তী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের গায়ন বলে বা গায়কি বলে বোধহয় আলাদা করে কোনো কথা নেই। তার কারণ তিনি নিজের গান থের মতন অত সচেতন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালেই সঙ্গীতভবন স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর গানের সযত্ন বে তৈরি করে গিয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে তাঁর গানে যাতে কোনো বিকৃতি না আসে। অন্য কেউ তাঁর গানের ওপর খোদ ারে। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের গান সম্পর্কে এতখানি শ্রদ্ধা ছিল বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন যে তাঁর সমস্ত সৃষ্টি তাঁর গানই একমাত্র থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার জন্য যে বিপুল সংখ্যক শিল্পী ছিলেন তাকে রূপায়ি ং সমঝদার শ্রোতা গোষ্ঠী তৈরি হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এরকম কথা বলা যায় না। যাইহোক তার ওপর তিনি মাত্র সে মারা গেছেন, তখনও রেকর্ডিং সিস্টেম উন্নত হয়নি বলে, খুব বেশি গান রেকর্ডেড্ হয়নি। পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর পর কি সেগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে। তবু দ্বিজেন্দ্রলালের গায়কি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটা জিনিস বোঝা যায় যে তিনি পছন্দ করতেন বলে তাঁর গানে সুরের বিস্তার আছে, তানকর্তব আছে, মীড় আছে মূর্ছনা আছে এবং গানে শিল্পীর কিছুটা স্বা তাঁর গানের যে নির্দিষ্ট ফর্ম তাকে বলা হয়েছে 'টপখেয়াল' অর্থাৎ টপ্পা এবং খেয়ালের একটা মিশ্রণ, ফিউশন, তাঁর বেশ কি সুরেরও একটা কায়দা দেখা যায় এইজন্যে যে তিনি একসময় ইংলন্ডে থাকাকালীন পয়সা দিয়ে বিলিতি গান শিখেছিলেন এবং যে সুরের ওঠানামা সেটা তার গানের মধ্যে তিনি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর বিলিতি গানের যে ওজস্বিতা সেটা তি গানের মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। বিদেশি গানের যে মজা সেটা তাঁর হাসির গানের মধ্যে আছে।

এগুলো তো তাঁর নিজের কথা। প্রশ্ন হল আমরা কী করছি? আমরা যা দেখেছি সেটা হল তাঁর একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার রায় য হারিয়েছেন তখন তাঁর মাত্র সতেরো বছর বয়স। তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে কবুল করেছেন – 'আমি আবার বাবার গান রতাম না। বাবা জোর করে বলতেন ওরে আমার গানগুলো ভালো করে শিখে নে। গান বলতে আমি হিন্দুস্থানি ক্লাসিক্যাল গান দেখা যাচ্ছে সে সতেরো বছরের সেই যুবক পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর বাবার গানগুলোর স্বরলিপি করেছেন। সেটা কতদূর নি থেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষ করে দিলীপকুমার রায় নিজে এত বড়ো ওস্তাদ সুরকার ছিলেন যে, আমার মনে হয়, তিনি তাঁ ওপর নিজের অলংকরণ তৈরি করে যে গানটা আমাদের সামনে এনে রেখেছেন সেটা খুব স্ট্যান্ডার্ড বা গ্রহণযোগ্য বলে মনে টা চলছে। এইবার কথা হল দিলীপকুমার রায়ের যেসব রেকর্ড আছে তার মধ্যে ভাষার বিকৃতিও আছে এটাও লক্ষ করা যায়। দিলী নিষ্ঠ একজন গায়ক ছিলেন হরেন চট্টোপাধ্যায় যিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরে সি এম এস স্কুলের টিচার যাঁর মেয়ে হচ্ছেন কৃষ্ণা চট্টে ট্টোপাধ্যায় খুব সুন্দর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান গাইতেন। তাঁর গান আমি শুনেছি, তাঁর প্রচুর রেকর্ড আছে। সে রেকর্ড সংরক্ষি ষ্টা করলে পাওয়া যায়। আর কৃষ্ণনগরে অনন্ত মিত্র বলে এক ভদ্রলোকের কাছে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের গান শুনেছি। দিলীপকু অনন্ত মিত্র শুনেছি আর হরেন চট্টোপাধ্যায় শুনেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাকার মেয়ে। তো সেই মালবিকা কাননকে একব করেছিলাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান শোনাতে, তিনি বললেন—হ্যাঁ আমাদের বাড়িতে তো এই গানগুলো এইভাবে গাওয়া হত নি পাঁচ-ছটা গান শুনিয়েছিলেন। সেগুলোর সঙ্গে আমরা যেগুলো শুনি তার কোনো মিল নেই। তাতে খুব আশ্চর্য লাগল যে দ্বি ানের অনেকগুলো রূপ আছে। তাহলে আমাদের যদি এখন প্রশ্ন করা হয় যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গায়কি কী? কোন্‌টা? তাহলে কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই এবং সেটা যে যেমন পেরেছেন গেয়েছেন, আমরা অসহায়। এর মধ্যে একজন বুদ্ধদেব রায় একশোটা দ্বি ানের স্বরলিপি করেছেন সেটাও মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়। তাহলে আমাদের এখন কী উপায়? আমার মনে হ গে যে সমস্ত গান রেকর্ডেড্ হয়েছিল, ডিস্ক সেইগুলো যাদের সংগ্রহে আছে, অনেকের কাছেই আছে, সেগুলো সংগ্রহ করে আমরা টেপ করে নিতে পারি, তাহলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের একটা স্ট্যান্ডার্ড গায়কি হয়তো তৈরি করে নেওয়া সম্ভব। উপ সেটা আছে সেটা অরাজক বা নৈরাজ্যের অবস্থাই বলা যায়। আমার খুব একটা দ্বিজেন্দ্রগীতির ভবিষ্যত সম্পর্কে আস্থ তায় শৈলশেখর মিত্র, সুরজবাবু তাদের কাছে অনেক ডিস্ক থাকতে পারে, তারা তো ভালো কালেক্টর, কালেক্টরদের কা র কালের অনেক রেকর্ড পাওয়া যেতে পারে। হরেন চট্টোপাধ্যায়েরও অনেক গান আছে দ্বিজেন্দ্রগীতি, সেগুলো সংগ্রহ করার এ উদ্যম নেওয়া যায়, তাহলেও হতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে উদ্যম কেউ নেননি।